

রমাদান : জিজ্ঞাসা ও জবাব

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

সংকলন ও অনুবাদ

সাবরিনা নওরিন

তাইব হোসেন

নিরীক্ষণ

শাইখুল ইসলাম



প্রকাশনা বিভাগ, ইলমওয়েব

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রমাদান ইবাদতের মাস, সিয়াম-কিয়ামের মাস, শুদ্ধি অর্জনের মাস। এই মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে, এই মাসেই সত্য-মিথ্যার সর্বপ্রথম সংঘাত বদরযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আল্লাহ তাওহিদ ও তাওহিদবাদীদের বিজয় দান করেন। শিরক ও কুফরের অহংকার অবনমিত হয়। মূলত রমাদান আল্লাহর মারিফাত হাসিলের এক সুবর্ণ সুযোগ। রমাদানের হক সঠিকভাবে আদায় করতে এ-সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান জানা একান্ত জরুরি।

বক্ষ্যমাণ বইটি মূলত শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের রমাদানসংশ্লিষ্ট আর্টিকেল ও ট্রান্সক্রাইবড লেকচারের সংকলন। এ ছাড়াও যুলহিজ্জাহর শেষ দশদিন নিয়ে একটি অনুবাদও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। বইয়ের অধিকাংশ অনুবাদ আমার সহধর্মিণীর করা। যিনি নিরীক্ষণ করেছেন তিনি ‘উলমুল হাদিস’-পড়ুয়া একজন মেধাবী আলিম এবং শিক্ষক।

‘ইলমওয়েব’-এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে সর্বপ্রথম মুদ্রিত বই প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। দুয়া করি আল্লাহ যেন বইটি কবুল করে নেন। যাবতীয় দ্বীনি কাজে ইখলাসে অটল রাখেন।

তাইব হোসেন

পরিচালক, ইলমওয়েব

১৩ মার্চ, ২০২২

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়

রমাদান | ১৩

রমাদানের ফযিলত | ১৫

রমাদানে করণীয় আমল | ২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

রমাদানে প্রচলিত ভুল | ২৬

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশ্নোত্তরে রমাদান | ৩০

চতুর্থ অধ্যায়

যাকাতুল ফিতর | ৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিকাফ | ৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

রমাদানে নারী | ৮৪

সপ্তম অধ্যায়

ঈদে করণীয়-বর্জনীয় | ৯২

বিশেষ সংযুক্তি

যুলাহিজ্জাহর প্রথম দশদিন | ৯৯

প্রথম অধ্যায় রমাদান

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٩﴾

‘হে ইমানদারেরা, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যেমন সাওম ফরয করা হয়েছিল, তেমনি তোমাদের জন্যও তা ফরয করা হলো, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (এই সাওম) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য; তবে তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে (এবং এ কারণে নির্ধারিত দিনের সাওম ছাড়াতে হয়), তাহলে সে অন্য (সময়ের) দিনগুলোতে সাওম রেখে সংখ্যা পূর্ণ করবে। আর যাদের সাওম রাখতে খুব কষ্ট হয়, তাদেরকে এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার দিতে হবে। তবে স্বেচ্ছায় যে ভালো কাজ করবে তার জন্য তা কল্যাণকর। আর সাওম রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণ, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। রমাদান—এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং (ন্যায়-অন্যায়ের) মানদণ্ডের সুস্পষ্ট প্রমাণ। অতএব, তোমাদের মাঝে যারা এই মাস পাবে, তারা যেন তখন

সাওম রাখো আর যে অসুস্থ কিংবা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনগুলোতে সাওম রেখে সংখ্যা পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান। তিনি তোমাদের জন্য কঠিন চান না, যেন তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করো। আর আল্লাহ যে তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন সেজন্য তাঁর মহিমা বর্ণনা করো, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ থাকো।^[১]

এখানে রমাদানের ছয়টি ফযিলত এবং ছয়টি আমল সম্পর্কে জানানো হয়েছে। এগুলো এই বারাকাহপূর্ণ মাসে প্রত্যেকেরই করা উচিত। অনেকগুলো কারণে এই মাস বিশেষত্ব লাভ করেছে। এ মাসে আল্লাহ জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেন এবং জান্নাতের দরজাগুলো খোলার আদেশ করেন। এই মাসেই শয়তানকে শেকলবদ্ধ রাখা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصَفِدَتِ الشَّيَاطِينُ

‘রমাদান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শেকলবন্দি করা হয়।’^[২]

রমাদানই একমাত্র সময়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘায়ুর দুয়া করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, রমাদানের দিনগুলো ছাড়া তিনি সবসময়ই মৃত্যুপ্রত্যাশা করতেন। তিনি আল্লাহর কাছে আয়ুব্বুদ্দিন দুয়া করতেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুয়া করতেন,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

‘ও আল্লাহ, রজব ও শাবান মাসকে বারাকাহময় করুন এবং আমাদের রমাদান পর্যন্ত পৌঁছে দিন।’^[৩]

[১] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৩-১৮৫

[২] সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, হাদিস নং : ১০৭৯

[৩] আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ, যাওয়ায়িদুল মুসনাদ : ২৩৪৬; ইমাম তাবারানি, আল-আওসাত : ৩৯৩৯; ইমাম বাইহাকি, শুয়াবুল ইমান : ৩৫৩৪। হাদিসটি দয়িফ। এর সনদে যিয়াদ আন নুমাইরি ও যায়িদাহ ইবনু আবি আর-রুকাদ নামক দুজন দয়িফ বর্ণনাকারী রয়েছে। যায়িদাহ মারাত্মক পর্যায়ে দয়িফ। জারহ-তাদিলের ইমামগণ তার বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিলগ্রহণ অবৈধ বলেছেন। তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের অনেকে বলেছেন—সে যিয়াদের সূত্রে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে অনেক মুনকার হাদিস বর্ণনা করত। ইমাম বুখারি তাকে ‘মুনকারুল হাদিস’ বলেছেন। উল্লেখ্য, উক্ত হাদিসও সে যিয়াদ থেকে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছে। মুহাদ্দিসিন কিরাম

সাহাবা কিরামের রীতি ছিল, তাঁরা রমাদানের ছয় মাস আগে থেকেই রমাদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। দুয়া করতেন যেন তাঁদের ইমান সর্বোচ্চ স্তরে থাকা অবস্থায় রমাদান আসে। রমাদান-পরবর্তী পাঁচ মাস যাবৎ তাঁরা আল্লাহর কাছে নেক আমলের কবুলিয়াতের দুয়া করতেন।

রমাদানের ফযিলত

■ আল্লাহর ক্ষমা

সহিহ বুখারিতে বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া দেখানোর ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনটি হাদিস নিচে দেয়া হলো :

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমাদানের রাতে কিয়াম করবে, তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।’^[৪]

এই হাদিসে কিয়াম মানে সালাতুত তারাবি (তারাবির সালাত)।

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমাদান মাসে সাওম পালন করবে, তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।’^[৫]

৩. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ

যিয়াদকেও দয়িফ এবং তার বর্ণনা দ্বারা দলিলগ্রহণ অবৈধ বলেছেন। (বিস্তারিত দেখুন : তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল লিল মিয়যি : ১৯৪৯; মিয়ানুল ইতিদাল লিয় যাহাবি : ২/৯১; তাকরিবুত তাহযিব লি-ইবনি হাজার : ১৯৮১) —[নিরীক্ষক]

[৪] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইমান, হাদিস নং : ৩৭

[৫] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইমান, হাদিস নং : ৩৮

إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ইমানসহ সাওয়াবের আশায় রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।’^[৬]

এই হাদিসগুলোতে আল্লাহর অসীম দয়া ও করুণা ফুটে উঠেছে। তিনি আদমসন্তানের জন্য অসংখ্যবার তাওবাহ ও ক্ষমাপ্রার্থনার সুযোগ দিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ বলেন,

وَاللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ

‘আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান।’^[৭]

সুস্থ শরীরে রমাদান পাওয়া সত্ত্বেও যে মুসলিম আল্লাহর রহমত-তালাশের এই সুযোগকে কাজে লাগাল না, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিশপ্ত বলেছেন। এই হাদিসে আবারও বলা হচ্ছে যে, মানুষের জন্য আল্লাহর ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাওবাহর অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। এরপরও গুনাহ মাফ করাতে না-পারার কোনো অজুহাত কারও থাকতেই পারে না।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক রমাদান থেকে পরবর্তী রমাদান এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الصَّلَاةُ الْحُمُسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

‘কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআহ থেকে আরেক জুমুআহ এবং এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান, তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে।’^[৮]

[৬] সহিহ বুখারি, কিতাবুস সাওম, হাদিস নং : ১৯০১

[৭] সূরা আন-নিসা, ৪ : ২৭

[৮] সহিহ মুসলিম, কিতাবুত তাহরাত, হাদিস নং : ২৩৩

যেহেতু কেউই জানে না কখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে, তাই প্রত্যেকের উচিত এই পবিত্র মাসের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুরস্কার ও বারাকাহ হাসিল করা।

■ জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ

রমাদানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ কিছু ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবার জন্য বাছাই করেন। সাধারণ কোনো আমলও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হতে পারে। এমনকি কোনো সাইম ব্যক্তিকে খাওয়ানোও এর অন্তর্ভুক্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

‘নিশ্চয়ই (রমাদানের) দিনরাতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার জন্য রয়েছে বহু মুক্তিপ্রাপ্ত (জাহান্নাম থেকে) ব্যক্তিবর্গ (যাদের তিনি মুক্ত করে থাকেন)। আর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য রয়েছে প্রতিটি দিনরাতে কবুলযোগ্য দুয়া।^[৯]

■ দুয়া কবুলের মাস

সাওমরত ব্যক্তির দুয়া ইফতারের আগেই (সাওম ভাঙার আগেই) কবুল করা হয়। আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অনেক সময়েই কঠিন বিপদ ও সমস্যা মুখোমুখি হতে হয়। তাই বান্দার উচিত সবসময় নিজ রবের দিকেই ফিরে যাওয়া। তিনিই সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে সহজ ও দূর করতে সাহায্য করবেন। আল্লাহ ইফতারের আগমুহূর্তকে দুয়া কবুলের সময় হিসেবে মনোনীত করেছেন।^[১০]

[৯] কাশফুল আসতার আন যাওয়া-ইদিল বাযযার, নুরুদ্দিন আল-হাইসামি, হাদিস নং : ৯৬২। ইমাম আলবানি বলেছেন, হাদিসটি সহিহ লি-গাইরিহি (সহিহত তারগিব, হাদিস নং : ১০০২)।—

[নিরীক্ষক]

[১০] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يُرَدُّ دَعَاؤُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

‘তিন ব্যক্তির দুয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না—ন্যায়পরায়ণ শাসক, সাইম যতক্ষণ না ইফতার করে এবং মযলুমের দুয়া। (মুসনাদু আহমাদ, খণ্ড নং : ১৫, পৃষ্ঠা নং : ৪৬৩, হাদিস নং : ৯৭৪৩)। এর সনদে যদিও কিছু দুর্বলতা রয়েছে, তবে একাধিক সহিহ সূত্র থাকায় হাদিসটি সহিহ।—[নিরীক্ষক]

আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٧١﴾

‘আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, আমি তো কাছেই আছি। কেউ আমাকে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব, তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার ওপর ইমান আনুক, যেন তারা সঠিক পথে থাকতে পারে।’^[১১]

■ শেষবিচারের দিনে পুরস্কারলাভ

রমাদান মাসে প্রত্যেক নেক আমলের সাওয়াব সত্তরগুণ বৃদ্ধি করা হয়। রমাদান মাসের একটি নেক আমল সমপরিমাণ সাওয়াব পেতে হলে রমাদানের বাইরে সত্তরবার সেই আমলটি করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিন সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।’^[১২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ

‘আল্লাহ বলেন—সাওম ছাড়া আদমসন্তানদের সব কাজ তার নিজের জন্য, সাওম কেবল আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।’^[১৩]

এই হাদিসে আমরা দেখছি, আল্লাহর কাছে সাওম পালনকারীর জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কার ছাড়াও আরও বিরাট পুরস্কার রয়েছে। জান্নাতের ভেতর আর-রাইয়ান (পিপাসা-নিবারণকারী) নামক একটি দরজা আছে। এই নামকরণের কারণ হচ্ছে, মুসলিমরা

[১১] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৬

[১২] সহিহ বুখারি, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, হাদিস নং : ২৮৪০। [নিরীক্ষক]

[১৩] সহিহ বুখারি, কিতাবুস সাওম, হাদিস নং : ১৯০৪

কেবল আল্লাহর জন্যই নিজ পিপাসা ও কামনাবাসনাকে উপেক্ষা করেছিল। তাই, আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন এবং যা খুশি তা পছন্দ করার স্বাধীনতাও দেবেন। আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করলে আল্লাহ এর প্রতিদান কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।

■ লাইলাতুল কদর

মুসলিমদের জন্য আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহমত হচ্ছে লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ততক্ষণ সাওয়াব দিতে ইচ্ছে করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নেক আমল করতে থাকে। লাইলাতুল কদরের মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য এটা বলাই যথেষ্ট যে, তা একহাজার মাসের সমান। আল্লাহ বলছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

‘আমি তা লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি। তুমি কি জানো লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এতে মালায়িকা এবং রুহ (জিবরিল) রবের অনুমতিতে সব আদেশ নিয়ে অবতরণ করে। শান্তি! ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।’^[১৪]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ইমানসহ সাওয়াবের আশায় রমাদানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।’^[১৫]

[১৪] সূরা আল-কদর, ৯৭ : ১-৫

[১৫] সহিহ বুখারি, কিতাবুস সাওম, হাদিস নং : ১৯০১

দ্বিতীয় অধ্যায় রমাদানে প্রচলিত ভুল

১. খাবারের দিকেই মনোযোগ রাখা। ফলে মানুষ সাওমের চেয়ে খাবার-দাবার নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইফতারের পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করছে অথচ একজন মানুষের জন্য কিন্তু অত খাবারের দরকার নেই।
২. ফজরের অনেক আগেই সাহরি করে ফেলা। কিছু মানুষ তারা বি বা ইশার কয়েক ঘণ্টা পরই সাহরি করে ফেলে। এটা ভুল। নিয়ম হচ্ছে ফজরের আগমুহূর্তে খাওয়া।
৩. রমাদানের সাওমপালনের জন্য নিয়ত না-করা। নিয়ত অন্তরের ব্যাপার, মুখে উচ্চারণের কোনো দরকার নেই। আর রমাদানের শুরুতে একবার নিয়ত করে নিলেই হলো, প্রতিদিন নিয়ত করতে হবে না।^[২৬]
৪. কেউ যদি দেরিতে বুঝতে পারে রমাদান শুরু হয়ে গেছে, তখনই খাবার বন্ধ করে দিয়ে ওই দিনের সাওম পুরো করতে হবে। পরবর্তীকালে রমাদান বা ঈদের পর এই সাওমের কাযা করে নিতে হবে।

[২৬] এটি একটি মুজতাহাদ ফিহি ও মুখতালাফ ফিহি মাসআলা। কোনো মতের পক্ষেই সুস্পষ্ট নস নেই। শীর্ষস্থানীয় মালিকি ফকিহদের মতে পুরো রমাদানের জন্য প্রথমদিনের নিয়তই যথেষ্ট, প্রতিদিনের পৃথক পৃথক নিয়তের প্রয়োজন নেই। অপরদিকে জুমহুর ফকিহদের রায় হলো প্রতিদিনের সাওমের জন্য পৃথক পৃথক নিয়ত জরুরি। উভয় মতের প্রবক্তাগণই নিজেদের দাবির পক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। যেহেতু এটি মতভেদপূর্ণ বিষয় এবং কোনো মতের পক্ষেই সুস্পষ্ট নস বিদ্যমান নেই, তাই সতর্কতার দাবি হচ্ছে প্রতিদিনের সাওমের জন্য আলাদা নিয়ত করে ফেলা। আর একটি সহিহ হাদিস থেকেও তা কিছুটা বোধগম্য হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَنْتَبِطِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

‘যে ব্যক্তি ফজরের আগেই সাওমের নিয়ত না-করে, তার সাওম হবে না।’ (সুনানুন নাসায়ি, হাদিস নং : ২৩৩১); হাদিস সহিহ। [নিরীক্ষক]

৫. অনেকে মনে করেন রমাদানের প্রথম রাতে তারা বি পড়তে হয় না। তাদের ধারণা পরের দিন অর্থাৎ যেদিন সাওম রাখা হয়েছে, ওই দিনই তারা বি পড়া লাগে। তারা ভুলে যায়, ইসলামি তারিখ-গণনা চাঁদকে কেন্দ্র করে হয়। এ হিসেবে মাগরিব থেকেই নতুন দিনের শুরু।
৬. অনেকেই মনে করেন ভুলবশত পানাহার করলে সাওম ভেঙে যায়। এই ধারণাটা ভুল; বরং এমন হলে সাওম জারি রাখতে হবে। আর এ জন্য সাওম কাযাও করতে হবে না।
৭. কিছু মানুষ এ মত পোষণ করেন যে, সাওম অবস্থায় কেউ ভুলে পানাহার করলে তাকে সাওমের কথা মনে করিয়ে দেয়া উচিত নয়। শাইখ বিন বাযের মতে এটা ভুল আর আমরা তো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। ফলে অসৎ কাজে নিষেধের জন্য তাকে সাওমের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।
৮. অনেক বোনের ধারণা সাওম অবস্থায় মেহেদি ব্যবহার করা যায় না। এ ধারণা ভুল। পুরো রমাদানজুড়েই বোনেরা মেহেদি ব্যবহার করতে পারবেন।
৯. অনেকেই মনে করেন, সাওম অবস্থায় রাঁধুনি রান্নার স্বাদ—মসলা বা স্বাদ ঠিক আছে কি না—চেখে দেখতে পারবে না। না, বরং রান্নায় আরও লবণ বা মসলা লাগবে কি না বোঝার জন্য রান্না চেখে দেখা জাযিয।
১০. অনেকের ধারণা রমাদানে মিসওয়াক বা টুথব্রাশ ব্যবহার করা যাবে না। এটাও ভুল। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদানে মিসওয়াক করতেন। সেই সাথে টুথপেস্টও ব্যবহার করা যাবে। টুথপেস্ট ব্যবহারের স্বপক্ষে উলামা কিরামের যুক্তি হলো, মিসওয়াকের মতো টুথপেস্টেরও একটা স্বাদ আছে। তাই, টুথপেস্ট ব্যবহারেও কোনো সমস্যা নেই (যদি না কেউ খেয়ে ফেলে)।
১১. সাওম-ভঙ্গ থেকে রক্ষা পেতে মানুষ যেন ফযরের আগেই খাবার-দাবার বন্ধ করে দেয়, এ উদ্দেশ্যে কিছু কিছু লোক সময় হবার আগেই ফজরের আযান দিয়ে দেয়। এ কাজটা ভুল। এমনটা করা যাবে না।
১২. মাগরিবের সময় কোনো কারণে সঠিক না হলে সবাই যেন দেরিতে ইফতার শুরু করে—এ উদ্দেশ্যে অনেকেই মাগরিবের আযান দেরি করে দেয়। এটাও ভুল। এমনটা করা যাবে না।

তৃতীয় অধ্যায় প্রশ্নোত্তরে রমাদান

১. তারাবির সালাত এগারো রাকআতের চেয়ে বেশি পড়া কি বিদআত?

উত্তর : কোনো কোনো আলিমের মতে তারাবির সালাত এগারো রাকআতের বেশি পড়া বিদআত। আইশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা এই হাদিস তাঁদের স্বপক্ষে দলিল,

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

‘রমাদান ও রমাদান ছাড়া অন্য সময়ে তিনি এগারো রাকআতের বেশি পড়তেন না।’^[২৮]

এর জবাব হচ্ছে রমাদান ও রমাদানের বাইরে রাতের সালাত যত ইচ্ছা পড়া যাবে। রাকআত-সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়।

ক. কারণ, আইশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) সামনে যা দেখেছেন তাই বলেছেন। খুব সম্ভবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এগারো রাকআত পড়তেন অথবা আইশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘরে থাকলে এগারো রাকআত পড়তেন। তিনি হয়তো সে রাতে অন্যান্য স্ত্রীর ঘরে সালাত আদায় করে থাকবেন অথবা অন্যান্য রাতে এগারো রাকআতের বেশিও পড়ে থাকবেন।

খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত পড়লে সাধারণত আইশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তখন ঘুমিয়ে থাকতেন। বিশেষ করে মাসিককালীন সময়ে। আর ওই হাদিসও আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাজদাহয়

[২৮] সহিহ বুখারি, কিতাবু সালাতিত তারাবি, হাদিস নং : ২০১৩

যেতেন পা গোটানোর জন্য আইশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে টোকা দিতেন।^[১৯]

গ. আইশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের সালাত এগারো রাকআতের কথা বলেছেন, ঠিক তেমনি অন্যান্য সহিহ হাদিসে এগারো রাকআতের চেয়ে বেশি পড়ার কথাও এসেছে। এক সহিহ হাদিসে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ

‘নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত ছিল তেরো রাকআত অর্থাৎ রাতের।’^[২০]

[২৯] আইশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন,

كُنْتُ أَنَا مَبِينٌ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِي فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا قَالَتْ وَالْبَيْوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

‘আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শুয়ে থাকতাম আর আমার পা দুটো থাকত তাঁর কিবলার দিকে। তিনি যখন সাজদাহ করতেন তখন আমাকে টোকা দিতেন, আর আমি পা সরিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় পা দুটো প্রসারিত করে দিতাম। তখন ঘরে কোনো বাতি ছিল না।’ (সহিহ বুখারি, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং : ৩৮২) [নিরীক্ষক]

[৩০] সহিহ বুখারি, বাবুত-তাহাজ্জুদ বিল-লাইল, হাদিস নং : ১১৩৮। অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কাসিম বিন মুহাম্মাদ আইশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنْهَا الْوُتْرُ وَرُكْعَتَا الْفَجْرِ

‘নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তেরো রাকআত সালাত আদায় করতেন। বিতর এবং ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত)ও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ১১৪০)।

ফজরের দুইরাকআত বাদ দিলে ১১ রাকআত হয়, যা পূর্বোল্লিখিত ২৫ নং টীকায় আইশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ১১ রাকআত-সংবলিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ওই বর্ণনায় তিনি ফজরের দুই রাকআত উল্লেখ করেননি। ফজরের দুই রাকআতসহ মোট ১৩ রাকআতের কথা আইশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আবু সালামাহও বর্ণনা করেছেন (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদিস নং : ১২৬, ১২৭) এবং উরওয়া ইবনুয যুবাইরও বর্ণনা করেছেন (প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১২৪)।

তবে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং উরওয়া ইবনুয যুবাইরের অপর কিছু বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত ছাড়াই ১৩ রাকআত পড়েছেন (সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৯৮, ১১৭০; মুয়াত্তা মালিক : ৩১৬)।

এ ক্ষেত্রে তাতবিক (সমষ্ণ) হলো—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামুল লাইল শুরু করার আগে সংক্ষিপ্ত দুই রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন, যা সাহাবি যাইদ ইবনু খালিদ আল-

চতুর্থ অধ্যায় যাকাতুল ফিতর

১. যাকাতুল ফিতর কী?

রমাদানের শেষে কিংবা ঈদুল ফিতরের দিন সকালে যে সাদাকাহ দিতে হয়, তাকে যাকাতুল ফিতর বলে। রমাদান মাস শেষে যখন সাওম থেকে বিরত হয়, তখন এই সাদাকাহ আদায় করা হয় বলে একে যাকাতুল ফিতর নামে নামকরণ করা হয়েছে।

২. যাকাতের হুকুম কখন নাযিল হয়েছিল?

ধারণা করা হয় দ্বিতীয় হিজরিতে যে বছর রমাদানের হুকুম নাযিল হয়েছিল, ঠিক সে বছরের একই সময়ে তা নাযিল হয়। কারণ, এটিও রমাদানের একটি অংশ। আর এমন কোনো রমাদান ছিল না, সাহাবা কিরাম সাওম রেখেছিলেন কিন্তু যাকাতুল ফিতর আদায় করেননি।

৩. যাকাতুল ফিতর ফরয না কি সুন্নাহ?

নিঃসন্দেহে এটি ফরয। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) আল্লাহ আনহু বলেন,

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

‘নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা^[৮৭] খেজুর কিংবা এক সা যব দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।’^[৮৮]

[৮৭] এক সা = ২৬০০ গ্রাম (প্রায়)। (দেখুন—ইসলামিকিউএ, ফাতওয়া নং : ১৫৪৫৮৮)

[অনুবাদক]

[৮৮] সহিহ বুখারি, কিতাবুয যাকাত, হাদিস নং : ১৫০৭

এই হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘নির্দেশ’ দিয়েছেন। ইমাম ইবনুল মুনিযিরসহ অন্যান্য উলামা কিরাম বলেন, এ ব্যাপারে ইজমা আছে এবং একমাত্র হানাফি মাযহাব ছাড়া—যাদের মতে এটি ওয়াজিব, ফরয নয়—এ বিষয়ে উলামা কিরামের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। ব্যাপারটি আসলে ফরয ও ওয়াজিবসংক্রান্ত কিছু মতপার্থক্য। কিন্তু শেষ ফলাফল হচ্ছে উলামা কিরামের সবার মতানুযায়ী এটি অবশ্যপালনীয়। আল্লাহ বলেন,

فَذُفِّلِحَ مِن تَزَكِي

‘সফল তো হবে সে, যে নিজেকে শুদ্ধ রাখে।’^[৮৯]

এও বলা হয়ে থাকে, এই আয়াতে যাকাতুল ফিতরের কথা বোঝানো হয়েছে।

৪. এই সাদাকাহর বিধানের পেছনে হিকমাহ কী?

এক. সাওম রেখে যারা খুব বেশি পরচর্চা, বাজে কথা ও গিবতে লিপ্ত হয়—যেগুলো মানুষ প্রতিনিয়ত করে—এই সাদাকাহ তাদের জন্য পরিশুদ্ধি। এই সাদাকাহ ক্ষমা ও পরিশুদ্ধি লাভের উপায়। ইবনু আব্বাস (রাডিয়াল্লাহু আনহু) এই সাদাকাহ ফরয হবার উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তিনি বলেন—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম অবস্থায় পরচর্চা ও অত্যধিক কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তির পরিশুদ্ধি লাভের উপায় এবং মিসকিনদের জন্য সাদাকাহ হিসেবে যাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।^[৯০]

দুই. গরিবদের সাহায্য করার জন্য। যেন ঈদের দিন কেউ ভিক্ষারত কিংবা অভাবগ্রস্ত না-থাকে। তারাও যেন মুসলিমদের আনন্দ ও উৎসবে शामिल হতে পারে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَغْنُوهُمْ عَن طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

‘এ দিন তোমরা তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে অমুখাপেক্ষী করে রেখো।’^[৯১]

[৮৯] সূরা আল-আলা, ৮৭ : ১৪

[৯০] হাদিসটি সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদিস নং : ১৬০৯; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস নং : ১৮২৭; আল-হাকিম ‘মুসতাদরাক’-এ (হাদিস নং : ১৪৮৮) একে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।

[৯১] ইমাম বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস নং : ৭৭৩৯। তাঁর বর্ণিত সনদে আবু মাশার

পঞ্চম অধ্যায় ইতিকাফ

১. পুরো দশদিনই ইতিকাফ করতে হবে?

দশদিনের কিছু অংশব্যাপী করতে পারবেন। ধরুন, একজন চাকরিজীবী পাঁচদিন ইতিকাফে কাটালেন। হঠাৎ একদিন তাকে কাজে যাবার জন্য ডাকা হলো। এই পাঁচদিনের জন্য তিনি সাওয়াব পাবেন, ইনশাআল্লাহ। আর কাজশেষে ফিরে এসে তিনি আবার নতুনভাবে ইতিকাফের নিয়ত করতে পারবেন। পুরো দশদিন করা সবচেয়ে উত্তম। তবে কেউ যদি সামান্য কিছুদিন এমনকি পাঁচ মিনিটের মতো সামান্য সময়ের জন্যও ইতিকাফ করে, তবে তাও ঠিক আছে।

ইমাম শাফিয়ী (রাহিমাছল্লাহ) এ ব্যাপারে বলেন, তুমি নিজেই তোমার আমির, এটি তোমার পছন্দ। আপনি চাইলে বহাল রাখতে পারেন কিংবা যখন ইচ্ছে বাদ দিতে পারবেন, এতে কোনো গুনাহ নেই। ইবনু হাজার আসকালানি (রাহিমাছল্লাহ) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মানত (نذر) না-করবে, সে ইতিকাফ ভাঙতে পারবে। ইচ্ছে হলে তা বহালও রাখতে পারবে। মানত বলতে বোঝাতে চাচ্ছি, যেমন কেউ একজন বলল—ও আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে এটি দান করেন, তাহলে আমি দশদিন কিংবা তিন দিনের ইতিকাফে বসব। এ রকম মানত করলে মানত পূর্ণ করা ফরয। অবশ্যই কথানুযায়ী কাজ করতে হবে।

২. ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় কতটুকু?

হান্বলিদের মতে, এটি দিনের একটি অংশ (একদিনের কিছু সময় যথেষ্ট)। হানাফিদের মত হচ্ছে, যেকোনো পরিমাণ সময়ই যথেষ্ট। শাফিয়রীরা বলেন, রুকুতে কেউ যতটুকু সময় অতিবাহিত করে, এটি তার সমপরিমাণ। রুকুতে যে এক, দুই কিংবা তিন মিনিট সময় ব্যয় হয়, ইতিকাফের জন্য এটুকু সময়ও যথেষ্ট।

যখনই কেউ ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করবে, সেটিই ইতিকাফ। এটি হতে পারে তিন মিনিটের জন্য, একদিন, দুদিন অথবা এক মাসের জন্য। এ ব্যাপারে মালিকিরা সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারা এর সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন একদিন ও একরাত। কিন্তু তিন ইমামের মত অনুসারে এর নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। মসজিদে অবস্থানকালীন সর্বনিম্ন যেকোনো সময়ের জন্য ইতিকাফ হতে পারে।

ছোটবেলায় আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে যেতাম। সেখানে কুরআন মুখস্থ করতাম। আমি সাড়ে চার বছর ধরে প্রতিদিন আসর থেকে ইশা পর্যন্ত সেখানে যেতাম। আমার মনে আছে, আমি একটি দিনও বাদ দিইনি। তবে, কেবল একদিন করেছিলাম। তখন বন্যায় মসজিদ তলিয়ে গিয়েছিল। এর কারণ, ভারী বর্ষণ মোকাবেলায় তাদের ভালো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমি আসর থেকে ইশা পর্যন্ত অবস্থানের উদ্দেশ্যে মসজিদে যেতাম। আমার বাবা আমাকে সবসময় স্মরণ করিয়ে দিতেন—তুমি মসজিদে ঢুকলে মনে মনে ইতিকাফের নিয়ত করবে। আপনি মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত থাকার উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদে গিয়ে ইতিকাফের নিয়ত করলে এর পুরস্কার পাবেন। দুজন ব্যক্তি একই সময়ে একই মসজিদে প্রবেশ করল, একইসাথে বের হলো, তাদের একজন ইতিকাফের সাওয়াব পেলো কিন্তু অন্যজন পেলো না। এর কারণ, তাদের একজন ইতিকাফের নিয়ত করেছিল এবং অন্যজন করেনি।

যা হোক, ইতিকাফ থেকে পুরোপুরিভাবে ফায়দা হাসিল করা তখনই সম্ভব, যখন কেউ সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। মোবাইল ফোন বা যা কিছু আছে সব ফেলে আসা লাগবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় ছাড়া সবরকম দুনিয়াবি ব্যাপার থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। জরুরি বিষয়ে যোগাযোগ করলে কোনো অসুবিধা নেই। ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিকাফ সুন্নাহ। অধিকাংশ মানুষ তারাবিকে কেবল পুরো রমাদানজুড়ে সুন্নাহ মনে করে। কিন্তু তারাবি, কিয়াম ও ইতিকাফ এগুলো পুরো বছরজুড়েই সুন্নাহ।

৩. ইতিকাফ কি মসজিদেই করতে হবে?

কেউ কেউ বলেন, যেহেতু সবার থেকে আলাদাই থাকতে হবে, তাই আমি বাড়িতে বসেই ইতিকাফ করব। ইতিকাফের একটি শর্ত হচ্ছে, তা মসজিদে করতে হয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনীরা মসজিদে ইতিকাফ করেছেন। বাড়িতে ইতিকাফ করার অনুমতি থাকলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েই যেতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় রমাদানে নারী

রমাদানে আমার কাছে বহুল প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে থাকে। এর মাঝে রমাদানে নারী ও মাসিক প্রসঙ্গ অন্যতম। এ নিয়ে বোনদের কষ্ট পাওয়া উচিত হবে না যে, তারা সাওম রাখতে পারছেন না, অথচ অন্যরা ঠিকই ইবাদতে তৃপ্ত সময় পার করেছে। আসলে যেই আল্লাহ সালাত ও সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন, সেই আল্লাহই বোনদের সালাত ও সাওম পালন থেকে বিরত হবার আদেশ করেছেন। আল্লাহর আনুগত্য করায় বোনেরা ইবাদতের মাঝেই আছেন। বোনদের মাঝে সাধারণ একটি অনুভূতি আছে, যা অনেক বোনই বলে থাকেন। আমাদের মা আইশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাও একই অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। আল্লাহ আমাদের বোনদের আইশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার পাশে উচ্চস্থান দান করুন।

এক হাদিসে এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, পথে মক্কার বাইরে সারিফ নামক একটি জায়গায় থামলেন। আইশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ফুপিয়ে কাঁদতে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘কী হয়েছে?’ তিনি বললেন, ‘এ বছর যদি আমি হজ না-করতাম।’ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন তিনি কীসের কথা বলছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার মনে হয় মাসিক শুরু হয়েছে?’ আইশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ।’ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আশ্বস্ত করে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁকে বললেন, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদমের সমস্ত কন্যার জন্যই নির্ধারিত।’ সান্ত্বনা দেবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে শরিয়াহর বিধান সম্পর্কে জানালেন। তিনি বললেন, ‘হাজিরা যা করে তুমিও তাই করো। তবে পবিত্র হবার আগপর্যন্ত কাবার চারপাশে তাওয়াফ করবে না।’^[১০৮]

[১০৮] সহিহ মুসলিম : ১২১৩; মুসনাদু আহমাদ, খণ্ড : ২৩, হাদিস নং : ১৪৯৪২; কিছটা ভিন্ন শব্দে বুখারি ও মুসলিমের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। [নিরীক্ষক]

বোনেরা খুব মানসিক কষ্টে থাকেন, তারা বারাকাহময় পরিস্থিতি ও মুহূর্তগুলোতে অন্যান্য সবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ইবাদতগুলো আদায় করতে পারছেন না।

১. শরিয়াহগত বৈধ কারণে ইবাদত থেকে বিরত ব্যক্তি সমান পুরস্কার পাবে

এ ব্যাপারে সবাই কোনো সন্দেহ ছাড়াই একমত, কোনো বোন সত্যিকার অর্থেই সততা ও আন্তরিকতার সাথে ইবাদত যেমন সাওম ও সালাত (ফরয ও নফল উভয়ই) আদায় করতেন, কিন্তু মাসিকই একমাত্র বাধা, তবে তিনি সেসবের পূর্ণ সাওয়াব পাবেন, ইনশাআল্লাহ। আর তিনি যা করতেন, তা থেকে সামান্য অংশও কম করা হবে না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَرَّصَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

‘যখন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য তা-ই লিখা হয়, যা সে আবাসে সুস্থ অবস্থায় আমল করত।’^[১০৯]

সে যেহেতু বৈধ কারণে বিরত ছিল, তাই সে সাওয়াবের অধিকারী হবে, সাওয়াব পেতে থাকবে। মাসিককালীন নারীদের সাথে এর কোনোই পার্থক্য নেই। এই হাদিসের আলোকে এই অর্থ নেয়া যেতে পারে, একজন নারী তার মাসিক চলাকালীন ততটুকুই সাওয়াব পাবেন, যতটুকু তিনি সাওমরত পেতেন। কেউ তার সক্ষমতার আওতার বাইরের কোনো কারণে ইবাদত থেকে বিরত হলে বঞ্চিত হওয়া সেই আমলের সমপরিমাণ সাওয়াব সে লাভ করবে। কারণ, এটা তো তার ইচ্ছাধীন নয়। এই হাদিসে বলা হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে আমল থেকে বিরত থাকলেও এর সাওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ, অসুস্থতা। ঋতুবতী নারীদের অবস্থাও তাই, প্রায় অভিন্ন। উভয়ের মাঝে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কেউই ইবাদত করতে পারছে না, তারা চেষ্টা করেও পারছে না। এটা তাদের ইচ্ছাধীন নয়।

ইবনু হাজার আসকালানি (রাহিমাছল্লাহ) বলেন, এই হাদিস এমন ব্যক্তিদের জন্য যারা কোনো আমল করতেন, অথচ আয়ত্বের বাইরে কোনো পরিস্থিতির কারণে তা করতে পারছেন না। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি হাদিস আছে, যদি কেউ এমন কোনো পরিস্থিতির জন্য ইবাদত করতে অসমর্থ হয়, যা তার এখতিয়ারে নেই, তবে সে এর সাওয়াব পেতে থাকবে। এমনকি জিহাদেও। দুঃখিত হবেন না, হতাশা কিংবা কষ্ট

[১০৯] সহিহ বুখারি, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং : ২৯৯৬

সপ্তম অধ্যায় ঈদে করণীয়-বর্জনীয়

ঈদ উৎসবের দিন। সুন্নাহ অনুযায়ী ঈদের সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। বহু আলিম একে ওয়াজিবও বলেছেন। তাই এ পবিত্র দিনটি ইসলামের অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। শরিয়াহসম্মত ওজর ছাড়া এই দিনের জন্য নির্ধারিত বিশেষ আমলগুলো পরিত্যাগ করা গুনাহ। নিচের বিষয়গুলো ঈদের সালাত ফরয বা ওয়াজিব হওয়া নির্দেশ করে,

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে ঈদের সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজে কখনো এই সালাত পরিত্যাগ করেননি।
- একই দিনে জুমুআহ ও ঈদ হলে জুমুআহর ফরযিয়াত আর অবশিষ্ট থাকে না।^[১১৯] তাই, উলামা কিরামের মতে ঈদের সালাত সুন্নাহ নয়। কারণ, সুন্নাহ কোনো ফরয বা ওয়াজিবকে বাতিল করতে পারে না।
- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসী ও ঋতুবতী মহিলাদেরকেও ঈদগাহে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।^[১২০]

অপরদিকে কিছু আলিম দাবি করেন, ঈদের সালাত সুন্নাহ। কারণ হিসেবে তাঁরা সেই বিখ্যাত হাদিসটি উল্লেখ করেন, যেখানে একজন সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বাইরে কি আমাকে আরও কোনো সালাত আদায় করতে হবে?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর

[১১৯] এ ব্যাপারে সহিহ সনদে একাধিক হাদিস ও খুলাফাহ রাশিদিনের আসার বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদ ও জুমুআহ একই দিনে হলে আর ঈদের সালাত আদায় করে থাকলে জুমুআহয় না-গিয়ে যুহরের সালাত আদায় করে নিলেও চলে। [নিরীক্ষক]

[১২০] সহিহ বুখারি, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং : ৩৫১; সহিহ মুসলিম : ৮৯০

দিলেন—না, যদি না তুমি নফল আদায় করতে চাও।^[১২১] কেউ যে মতই গ্রহণ করুক না কেন, সালাতুল ঈদ ও এই দিনের গুরুত্ব স্পষ্ট। যা হোক, সবারই এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন, কেউ যেন কোনো বিদআহ, হারাম কিংবা এমন কোনো কাজে লিপ্ত না হয়ে পড়ে, যা বারাকাতপূর্ণ রমাদান কিংবা যুলহিজ্জাহ মাসের পুরস্কার থেকে সবাইকে বঞ্চিত করবে। উনত্রিশ কিংবা ত্রিশদিনব্যাপী চলমান রমাদানের পুরোটা সময়জুড়ে শয়তানকে শেকলাবদ্ধ করে রাখা হয়। ঈদের আগের দিন মাগরিব শুকুর সাথে সাথে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। ইবাদত থেকে বিচ্যুত করে দিতে যুলহিজ্জাহ মাসের নয়দিন পর্যন্তও শয়তান ওত পেতে থাকে। শয়তানের এসব ওয়াসওয়াসার ব্যাপারে আগে থেকেই সাবধান থাকতে হবে। নিচে ঈদে করণীয় আমল এবং সেই সাথে যেসব বিষয় পরিহার করা উচিত, সেগুলোর একটি তালিকা দেয়া হলো :

ঈদে করণীয়

১. ফজরের সালাতের পর ও ঈদুল ফিতরের সালাতের আগে খেজুর খাওয়া সুন্নাহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস সাওম পালন করার পর খেজুর খাওয়ার মাধ্যমে সাওম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পালন করতেন। কিন্তু ঈদুল আযহার দিনে কুরবানির আগপর্যন্ত কিছু না-খাওয়া সুন্নাহ।
২. গোসল করা ও ঈদগাহে যাবার আগে সর্বোত্তম পোশাক পরা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ পোশাক ছিল। এটি পরে তিনি জুমুআহ ও দুই ঈদের সালাত আদায় করতে যেতেন।
৩. যানবাহনে না-চড়ে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া (মসজিদের দূরত্ব যদি হাঁটা পথে অতিক্রম করা যায় এবং এতে কোনো ধরনের বোঝা বা কষ্টভোগ করতে না হয়)। আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং যাবার আগে কিছু খাওয়া সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।^[১২২]
৪. যে পথে যাবে, ফেরার সময় ওই পথ থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করা। কিছুসংখ্যক আলিমের মতে এর উদ্দেশ্য হলো, যেন বেশি লোকের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় এবং তাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়।

[১২১] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইমান, হাদিস নং : ৪৬

[১২২] সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং : ৫৩০

বিশেষ সংযুক্তি যুলহিজ্জাহর প্রথম দশদিন

আল্লাহ মাস সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মাঝে রমাদানকে বাছাই করেছেন, যেন এ মাসে তিনি তার বান্দাদের আরও বেশি পুরস্কার দিতে পারেন। সেই একই নিদর্শন হিসেবে তিনি যখন দিন সৃষ্টি করলেন, সর্বোত্তম দিন হিসেবে যুলহিজ্জাহর প্রথম দশটি দিন বাছাই করলেন। ইবাদতের এ মৌসুমটি অনেক কল্যাণ বয়ে আনে। কাউকে ভুল সংশোধনের সুযোগ দেয় এবং কারও সীমাবদ্ধতা অথবা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগের ক্ষতিপূরণ করে। কেউ হয়তো রমাদান কিংবা এর পরবর্তী সুযোগকে হারিয়ে অনুতাপ করছে। এই ক্ষতিপূরণের একটি সুযোগ কিন্তু রয়েছে। এ ধরনের বিশেষ উপলক্ষ্যগুলোর কিছু আমল থাকে, যেগুলো পালনের মাঝ দিয়ে বান্দা আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হয়। একইভাবে প্রতিটি বিশেষ উপলক্ষ্যের কিছু বারাকাহও থাকে। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন, যাকে ইচ্ছে রহম করেন। সবচেয়ে বেশি আনন্দিত ও সফল ওই বান্দাই, যে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে এসব বিশেষ মাস, দিন ও সময়ের প্রায় পুরোটাই ইবাদতে কাটায়। আল্লাহর রহমত তাকে ছুঁয়ে যায় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ জেনে সে আনন্দ অনুভব করে।

প্রথম দশটি দিন

ইসলামি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বারোতম মাস যুলহিজ্জাহর প্রথম দশটি দিনই যুলহিজ্জাহর দশদিন। এই দিনগুলোতেই অধিকাংশ হজযাত্রী মক্কা অভিমুখে সফর করেন এবং হজের করণীয় আমলগুলো করে থাকেন। তাদের যেমন বাড়তি সাওয়াব পাবার একটি বিশেষ সুযোগ থাকে, তেমনি যারা হজে যেতে সক্ষম হয়নি তাদের জন্যও এই দিনগুলোতে অতিরিক্ত সাওয়াব-লাভের একটি বিশেষ সুযোগ দেয়া হয়েছে।

তাৎপর্য ও গুরুত্ব

১. আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করে এ দিনগুলো সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন,

لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَيْمَاتٍ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَوَائِسَ الْفَقِيرَ

‘নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তুগুলো যবাইকালে তাঁর নাম
স্মরণকরে। তোমরা সেগুলোরমাংসখাও এবং গরিব-দুঃখীকে ওখাওয়াও।’^[১৩০]

অধিকাংশ উলামা কিরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এই ‘নির্দিষ্ট দিনগুলি’ হচ্ছে
যুলাহিজ্জাহর প্রথম দশদিন। ইবনু আব্বাসের একটি কথা এর স্বপক্ষে দলিল। তিনি
বলেন, ‘নির্দিষ্ট দিনগুলি হচ্ছে (যুলাহিজ্জাহর) প্রথম দশদিন।’^[১৩১]

২. আল্লাহ কুরআনে তাদের নামে শপথ করে তাদের সম্মানিত করেছেন। কোনোকিছুর
শপথ করা হলে এর গুরুত্ব ও অসামান্য উপকারিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ বলেন,

وَالْفَجْرِ
وَلَيَالٍ عَشْرٍ

‘শপথ ফজরের। শপথ দশ রাতের।’^[১৩২]

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনুল জুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু), মুজাহিদ
(রাহিমাছল্লাহ) এবং প্রথম ও পরবর্তী যুগের অন্যান্য উলামা কিরামের মতে, এ দ্বারা
যুলাহিজ্জাহর প্রথম দশদিন উদ্দেশ্য। ইমাম ইবনু কাসির (রাহিমাছল্লাহ) বলেন, এটিই
সঠিক মত।

[১৩০] সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ২৮

[১৩১] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ঈদাইন, বাবু ফাদলিল আমালি ফি আইয়ামিত তাশরিক। ইবনু
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই ব্যাখ্যাকে ইমাম বুখারি (রাহিমাছল্লাহ) উক্ত অধ্যায়ে মুযাল্লাক
সূত্রে (সনদবিহীন) উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি নিশ্চয়তামূলক শব্দ দিয়ে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু
আনহুর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তাই সেটি সহিহ হিসেবে বিবেচিত। এটি ইমাম ইবনু কাসির
রাহিমাছল্লাহও উল্লেখ করেছেন শুবা ও হুশাইম থেকে, তাঁরা আবু বিশর থেকে, আর তিনি সায়িদ
থেকে এবং সায়িদ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাফসির
ইবনি কাসির, সূরা হাজ্জ ২২ : ২৮) [নিরীক্ষক]

[১৩২] সূরা আল-ফাজর, ৮৯ : ১-২